# সংকেতহীন নিঃশব্দে হানিফের আগমন

কর্ণফুলীর গবেষনা

বিশ্বস্থ সুত্রে খবর পাওয়া গেছে যে বাংলাদেশের বিখ্যাত কৌতুক অভিনেতা ও জনপ্রিয় টি.ভি শো ইত্যাদির উপস্থাপক এ. কে. এম. হানিফ [ **A. K. M Hanif** ] যিনি 'হানিফ সংকেত' নামে সারা বাংলাদেশে বিখ্যাত তিনি অতি সহসা সিডনীতে একটি মঞ্চ-বিচিত্রা অনুষ্ঠান করার জন্যে দলবল সহ উড়জাহাজে সওয়ার হয়ে আসছেন। বাংলাদেশী যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ তাকে 'আদম সন্ধ্যা' নামের একটি অনুষ্ঠান করার জন্যে আনছেন তাদের সাথে জনাব এ.কে.এম হানিফের টেলিফোনিক ও লিখিত চুক্তি সম্প্রতি স্বাক্ষরিত হয়ে গেছে। গত হপ্তায় এ চুক্তি বিষয়ে বাংলাদেশে সরাসরি হানিফের সাথে যোগাযোগ করে নিশ্চিত হওয়া গেছে। সিডনীস্থ নিরপেক্ষ, সর্বজনগৃহীত ও স্পন্সর সক্ষম একটি বাংলাদেশী সাংস্কৃতিক সংগঠন সম্প্রতি হানিফকে সিডনীতে শো করতে আনার প্রস্তাব করলে তিনি অতি বিনয়ের সাথে তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন, 'আমি ইতিমধ্যে সিডনীতে শো করার বিষয়ে 'ওমুক' ব্যক্তির সাথে গত মাসে স্বাক্ষর করে ফেলেছি। অষ্ট্রেলিয়াতে শো করা আমার জন্যে এখন 'ইজ্জত কা সাওয়াল', বিশ্বের অনেক দেশে গিয়েছি কিন্তু ক্যাঙারু ও প্লাটিপাসের দেশটিতে যাওয়া আমার বার বার ব্যার্থ হয়েছে, এবার একটু আশার আলো দেখতে পাচ্ছি। আপনারা আমাকে মাফ করবেন।'

এখানে উল্লেখযোগ্য যে গত ২৮ আগষ্ট ২০০৫ সনে সিডনীর সদ্যভুমিষ্ঠ ও অখ্যাত একটি সংগঠনের স্পন্সরে হানিফ সংকেত তার স্ত্রী ও সন্তান ফাগুন সহ কণ্ঠশিলপী সাবিনা ইয়াসমিন, এন্ড্রু কিশোর, ইত্যাদীর নানা-নাতি, চিত্র নায়িকা পুর্নিমা সহ ১৪ জনের একটি সাংস্কৃতিক বহর নিয়ে সিডনীর টাউন হলে একটি বিচিত্রা অনুষ্ঠান করার কথা ছিল। হানিফ ও সঙ্গী শিল্পীদের আগমনের কথা শুনে প্রবাসের সাংস্কৃতিক-বুভুক্ষ বাংলাদেশীরা টিকেটের জন্যে হুমড়ী খেয়ে পড়ে। মাত্র দু'হপ্তার মাথায় টাউন হলের ২০০০ আসন ক্ষমতার প্রায় ৭৫% টিকেট বিক্রি হয়ে যায়। কিন্তু অনুষ্ঠানের মাত্র ২৪ ঘন্টা আগে 'নেড়া মাথায় বেল পড়া'র মত দর্শকরা আচানক জানতে পারে যে হানিফ সহ সকল শিল্পী ও কলা কুশলীর ভিসা আবেদন অনুমোদন হয়নি। অনুষ্ঠানের আয়োজকবৃন্দ তড়িঘড়ি সকলের টিকেটের টাকা ফেরৎ দিলেও শত শত শ্রোতারা তাদের কাঙ্খিত অনুষ্ঠানটি দেখতে না পাওয়ায় মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন।

শোনা গেছে যে, হানিফ, সাবিনা, এন্ড্রু ও পুর্ণিমার মত প্রতিটি শিল্পীকে নেতিবাচক 'চারিত্রিক বৈশিষ্ঠ' উত্থাপন করে অষ্ট্রেলিয়ান হাই কমিশন তাদের ভিসা দরখাস্তগুলো বাতিল করেন। সেই 'দাগা খাওয়া'র যন্ত্রনা সিডনীবাসী বাংলাদেশীরা আজো ভুলেনি। প্রাক্তন আয়োজকবৃন্দরা হানিফকে পুনরায় আনার জন্যে মাইগ্রেশন রিভিউ ট্রাইবুন্যালে আপীল করেও শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছেন আর ওদিকে শোকে মুহ্যমান হয়ে শয্যাশায়ী হয়েছিলেন হানিফ নিজে। অষ্ট্রেলিয়ার কথা মনে করে হানিফ মধ্যরাতেও ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠতেন আর আর্তনাদ করে বলতেন, 'অষ্ট্রেলিয়াতে কি আর কেউ নেই আমাকে স্পন্সর করার মত? আমি এ অপমান কিভাবে সইবো। জীবন্ত ক্যাঙারু কি কেউ আমাকে আর দেখাবেনা?' তার এই দুর্বল চিত্তের আহাজারিতে সাড়া দিয়ে অতি সন্তর্পনে সিডনীর অন্য আরেকটি গ্রুপ সম্প্রতি তাকে হাত বাড়িয়ে দেয়। গোপন চুক্তি হয়, ভিসা না পাওয়া পর্যন্ত কোনভাবে কেউ যেন মুখ না খোলে, গতবারের মত অগ্রিম কোন প্রচার যেন করা না হয়। নাহলে ফের পেছনে ফেউ লেগে যাবে এবং বাংলাদেশ থেকে রাজনৈতিক ও ইসলামী সন্ত্রাসী পাচারকারী হিসেবে চিহ্নিত হানিফের বিরুদ্ধে অষ্ট্রেলিয়ান নিরাপত্তা সংস্থাতে (ASIO) অভিযোগ দাখিল করে পুনরায় তার ভিসা আবেদন বাতিল করা হতে পারে। যে কথা, সে কাজ,

সংকেতহীন হানিফ আসছে অতি নীরবে। বোয়িং বিমানের গগনবিদারী অবতরণ আওয়াজ শোনা যাবে কিন্তু হানিফের অবতরণ নয়। এ বিষয়ে আয়োজকবৃন্দ সর্বাত্মক সতর্কতার ব্যবস্থা নিয়েছেন এবার।

গতবারের 'হানিফ প্রজেক্ট' এ দেখা গেছে দলটি ভিসা পাওয়ার বহু আগ থেকে আয়োজকরা প্রচারের ঢোল পিটিয়েছিল। অনুষ্ঠানটি পন্ড হওয়ার বিষয়ে তখনকার আয়োজকবৃন্দ সিডনীর একটি সুবিধাবাদী পক্ষকে দায়ী করেছিল। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে সেই সন্দেহভাজন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরাই এখন হানিফকে সিডনীতে অনুষ্ঠান করতে আনছেন। জনমনে এখন প্রশ্ন যে তাদের ভাষায় হানিফ যদি তখন একজন আন্তর্জাতিক মানের 'আদম দালাল' হয়ে থাকে তবে এখন তিনি কিভাবে 'ইজ্জতের আলাল' হলেন! গতবার ঢাকাস্থ অষ্ট্রেলিয়ান হাইকমিশন ভিসা দরখাস্ত বাতিলের আগে সরিষা থেকে ভুত বের করার মতো উপরে উল্লেখিত জাতীয়মানের প্রতিটি শিল্পীকে কপাট বন্ধ করে আলাদাভাবে ইন্টারভিউ করেছিল। 'পালের গোদা' হানিফকেই একাধিকবার জেরা করে কড়কে দিয়েছিল ভিসা অফিসার।

পেছনে তাকালে দেখা যায় যে ইত্যাদির জনপ্রিয় কৌতুক জুটি 'নানা-নাতী'র নানা শ্রী অমলেন্দু বোস মাথাপিছু মাত্র দেড়লক্ষ বাংলা-টাকার বিনিময়ে ইত্যাদি গ্রুপের আরফান উদ্দিন আহমেদ [**ARFAN UDDIN AHMED**] ও এ.কে.এম মামুন উল হক (টুটু) [**A.K.M MAMUN UL HAQUE**] সহ তিনজন অভিনেতাকে গত ২৯ মার্চ ২০০২ সনে সিডনীতে নামিয়ে গিয়েছিলেন। আগত তথাকথিত ঐ তিনজন শিল্পী পরবর্তীতে রিফুজী ভিসার জন্যে আবেদন করে সিডনীতে নোঙর ফেলেছিল। তারো আগে বাংলাদেশের বিখ্যাত বাউল শিল্পী আবদুর রহমান বয়াতীর সাথে আরেকটি বাংলাদেশী সংগঠন কালচারাল শো করার নামে সিডনীতে ১লা সেপ্টেম্বর ২০০১ সনে দেড়-হালি 'আদম' নামিয়েছিল। সে দলে হানিফের একান্ত সচিব ও অতি ঘনিষ্ঠ সহযোগী নজরুল ইসলাম [**NAZRUL ISLAM**] এসে রিফুজী ভিসার জন্যে দরখাস্ত করে সিডনীতে ৫ বছর থেকে ভাগ্যের চর্কিতে ঘি মেখে মাত্র গত বছর দেশে 'ওয়াপেজ' যায়। দেশে যাওয়ার আগে এ সকল রিফুজী দরখাস্তকারীরা প্রায় সকলে অষ্ট্রেলিয়ান বিভিন্ন ফাইনান্সিয়াল ইনিষ্টিটিউট থেকে 'পার্সোনাল লোন' ও ক্রেডিট কার্ড করে লক্ষ লক্ষ ডলার পাচার করে নিয়ে যায়। উক্ত ব্যাংকগুলো ঢাকাস্থ অষ্ট্রেলিয়ান হাই কমিশনের মাধ্যমে তাদের 'ওস্তাদ' হানিফ সংকেতকে 'চেপে ধরলে' বাংলাদেশের ঐ সকল লুটেরা থেকে তাদের টাকাগুলো উদ্ধার করে ফেরত আনতে পারবেন বলে গত সোমবার সিডনীস্থ একটি 'ডেট রিকোভারী' প্রতিষ্ঠান কর্ণফুলীকে জানিয়েছেন।

গোপন সুত্রে জানা যায় যে ঢাকা থেকে ভিসা নেয়ার সময় উপরেল্লেখিত ঐ সকল রিফুজীরা তখন হানিফের বরাত দিয়েই ভিসা নিয়েছিল। কিন্তু হানিফ অষ্ট্রেলিয়ান হাই কমিশনে ইন্টারভিউ দেয়ার সময় বার বার তার শিষ্যদের বিষয়ে তার দায়বদ্ধতা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছিলেন। আশ্চর্য্যজনক হলেও সত্যি যে, প্রাক্তন ঐ রিফুজী এ্যাপলিকেন্ট নজরুল ও টুটু, যাদের দায় দায়িত্ব থেকে হানিফ তখন রেহাই পেতে চেয়েছিল, তারা এখন ঢাকাতে ফিরে গিয়ে দিব্যি ইত্যাদির বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করছে। ঢাকাস্থ অষ্ট্রেলিয়ান হাইকমিশনকে হানিফ তার 'অডিও-ভিজ্যুয়েল' দক্ষতা ও চৌকষ উপস্থাপনা দেখানোর জন্যে ২০০৫ সনের শেষদিকে, অর্থাৎ ইমিগ্রেশনে তার ভিসা আবেদন বাতিল হওয়ার পরবর্তি 'ইত্যাদি' শো'তে কিছু বিদেশী ডিপ্লোমেট সদস্যদের দিয়ে বাংলা ভাষায় একটি একাঙ্কিকা করিয়েছিলেন। অনুষ্ঠানের ঐ অংশটি অত্যন্ত আকর্ষনীয় ছিল। মজার ব্যাপার হলো ঐ অভিনেতাদের দুজন ছিল ঢাকাস্থ অষ্ট্রেলিয়ান হাই কমিশনের শ্বেতবর্ণ দুজন কর্মকর্তা। কিন্তু হায় ইশ্বর, এত কিছুতেও তখন চিড়ে ভিজেনি। ইত্যাদি'র ঐ অনুষ্ঠানটি প্রচারের কিছু পরেই সিডনীস্থ মাইগ্রেশন রিভিউ ট্রাইবুনাল হানিফের ভিসা আবেদনের আপীলটি 'আদম আলামত' দেখে বাতিল করে দিয়েছিল।

জনশ্রুত আছে যে আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে নব্বুই দশকের গোড়াব্দি হানিফ বিভিন্ন সময়ে তার সাংস্কৃতিক দলের সাথে বাংলাদেশ থেকে প্রচুর 'আদম' উন্নত দেশগুলোতে পাচার করেছিল। নিন্দুকেরা

বলেন তার দলের ছত্রছায়ায় কয়েকজন ইসলামী জঙ্গী সহ প্রচুর দাগী আসামী ও সাজাপ্রাপ্ত কয়েদী নব্বুইয়ের গোড়াতে বাংলাদেশ থেকে নিরাপদে হড়কে গিয়েছিল। হানিফ যখন শুধুমাত্র 'কৌতুকাভিনেতা' হিসেবে পরিচিত ছিলেন তখন তিনি এই অপকর্মগুলো করেছিলেন। একবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে তিনি যখন চৌকষ ভঙ্গী ও দক্ষতা দিয়ে শ্রোতাদের মন জয় করে একজন খ্যাতনামা 'উপস্থাপক' হিসেবে পরিচিত হলেন তখন তিনি ঐ 'কাঁচড়া' কাজ গুলো ছেড়ে দেন। তবে শ্রী অমলেন্দু বোসের মত তার কোন সহযোগী এধরনের কাজগুলো করলে তিনি নিরবে চোখবুজে থাকেন। গত দু'মাস আগে ঠিক এরকম একটি ঘটনার জের ধরে ঢাকাতে হানিফ সংকেতকে কয়েকজন সন্ত্রাসী প্রকাশ্য দিবালোকে ধামা দিয়ে কুপিয়ে মারাত্মকভাবে জখম করে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছিল। গোপন সুত্রে জানা যায় যে একজন আশাহত 'আদম' তার ভাড়া করা সন্ত্রাসী দিয়ে হানিফের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের প্রতিশোধ নিয়েছিল সেদিন।

সিডনীর ক্যানজিংটনের একটি বাসায় মেঝে বসা সপুত্র কর্ণফুলী সম্পাদক ও শ্রী জুয়েল আইচ। ফ্লোরে বিছানো এই তোষকের উপর মানবেতরভাবে 'জাতিয় যাদুকর' সস্ত্রীক মাসখানেক ঘুমিয়েছিল। রহস্যময় প্রশ্ন অনুত্তর পড়ে থাকে, কিসের আশায়, কাদের অপেক্ষায় জুয়েল সিডনীতে তখন দীর্ঘদিন পড়েছিল? ছবি তাং: ০৮/১১/৯৬

গোপনসুত্রে জানা গেছে যে এবারের 'হানিফ-প্রজেক্ট' এ সর্বমোট ১৫ জন সদস্য অষ্ট্রেলিয়াতে আসবেন। তাদের মধ্যে 'মহিলা শিল্পী' হিসেবে উক্ত দলে অন্তর্ভুক্ত থাকবেন অর্থনৈতিকভাবে স্পন্সরকারী ব্যক্তির একজন সদ্য তালাক প্রাপ্তা শ্যালিকা এবং অন্যজন বাংলাদেশে 'ওকে ধরিয়ে দিন' তালিকায় উল্লেখিত জে.এম.বি সন্ত্রাসী যিনি একজন আয়োজকের আপন ভাগ্নে। এবারের আয়োজকরা চাতুরালি করে পুরো সাংস্কৃতিক দলকে তিনভাগে বিভক্ত করে তিন দিনে নামাবেন। হানিফ সংকেত সপরিবারে সিডনীতে অবতরন করলেও তার দলের বাকি দুই অংশ বিভিন্ন দিনে যথাক্রমে মেলবর্ন ও ব্রিজবেন বিমান বন্দরে অবতরণ করবে বলে 'সংকেত' পাওয়া গেছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের আরেক আর্ন্তজাতিক 'আদম-সম্রাট' যাদুকর জুয়েল আইচের কথা মনে করা যেতে পারে। তার ক্ষেত্রেও ১৯৯৬ সনে সিডনীতে একই ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। এধারে তিনি আর ওধারে তার 'আদম'রা ভিন্ন ভিন্ন দিনে নেমেছিল। অনেকে মন্তব্য করেন সেই ন্যাক্কারজনক ঘটনার কারনে জুয়েল আইচের প্রবেশ অষ্ট্রেলিয়াতে চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে। আনুমানিক দু বছর পর আরেকটি সংগঠনের স্পন্সরে তিনি পুনরায় অষ্ট্রেলিয়াতে

বিপাশা ও জুয়েল আইচের সাথে সপরিবারে কর্ণফুলী সম্পাদক। দু পরিবার একই সাথে সেদিন সিডনী ক্রিকেট গ্রাউন্ডে মাইকেল জ্যাকসনের কনসার্ট দেখতে গিয়েছিল। ছবি তারিখঃ ১৬/১১/৯৬

'শো' করতে চাইলে অষ্ট্রেলিয়ান হাই কমিশন অত্যন্ত জঘন্য মন্তব্য করে জুয়েল ও তার স্ত্রী বিপাশার ভিসা আবেদন নাকচ করে দেয়।

সারা সিডনী ও মেলবোর্নের পরবাসী বাংলাদেশীরা ঔৎসুক দৃষ্টিতে এখন অপেক্ষায় আছেন 'হানিফ সংকেতের আগমনী বার্তা শোনার জন্যে, তারা জানতে চাইছেন কারা এবার হানিফকে অষ্ট্রেলিয়াতে আনছেন? বাংলাদেশী কালচারাল শো'য়ের নামে নিরাপদ ও ভু-স্বর্গ অষ্ট্রেলিয়া কি বারে বারে সুযোগ সন্ধানী 'রিফুজী' ও টপলিষ্টেড টেরর হেলাল উদ্দিন চৌধুরী, কালা জাহাঙ্গীর ও মুরগী মিলনের হত্যাকারীদের মত সন্ত্রাসীদের স্বর্গরাজ্য হিসেবে পরিনত হবে! তাহলে অষ্ট্রেলিয়ার অনাগত ভবিষ্যৎ প্রজন্মরা কি সন্ত্রাসীদের কাছে জিম্মী হয়ে পড়বে? আমাদেরকে আশ্রয় দিয়ে, বুকে আগলে রেখে 'গড গিফটেড ল্যান্ড' অষ্ট্রেলিয়া সত্যি কি কোন অপরাধ করেছে? সুনাগরিক হিসেবে কি এ মাটি ও জাতীর কাছে আমাদের কোন দায়বদ্ধতা ও কর্তব্য নেই? দুহাতে বুক থাপড়ে মুস্তফা জামান সাদেক নামে একজন বাংলাদেশী বংশদ্ভুত অষ্ট্রেলিয়ান সেদিন কর্ণফুলীর কাছে তার আক্ষেপ জানিয়েছেন।

---

কর্ণফুলীর গবেষনা